যুগান্তর

তারিখ : 21 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

# ভোলায় কেন্দ্র সচিবদের প্রভাব বিস্তার : আগাম সতর্কীকরণ

**ভোলা প্রতিনিধি**

ভোলায় প্রাইমারি স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে কেন্দ্র সচিবদের প্রভাব বিস্তার আর অনৈতিক কাজের জন্য ওই কেন্দ্রে স্কুলের শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগ বৃত্তি পাচ্ছে। এমন অভিযোগ অপরাপর স্কুল প্রধান শিক্ষকদের। দু'বছর ধরে এমন অভিযোগ থাকায় এবার ৯১টি কেন্দ্র সচিবকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে জেলা শিক্ষা অফিস থেকে।

আগামীকাল শুরু হচ্ছে প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষা। ভোলা সদর উপজেলা প্রাইমারি শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান শুক্রবার যুগান্তরকে বলেন, এমন অভিযোগ ওঠায় এবার আগেই সদর উপজেলার ২০টি কেন্দ্রের সচিবদের সতর্ক করা হয়েছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজে তাদের রাখা হয়নি। তারা শুধু কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করবেন। এছাড়া ওই কেন্দ্র স্কুলের কোনো শিক্ষক কেন্দ্রে থাকতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এমন অভিযোগ আগে এলে, বাইরের স্কুল থেকে কেন্দ্র সচিব করা যেত। মূলত বর্তমানে হলসুপার সার্বিক কাজ করবেন। জেলা প্রাইমারি স্কুল সমিতির প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেন শাহীন জানান, যেসব স্কুলে কেন্দ্র রয়েছে ওই স্কুলগুলো এমনিতেই সেরা। তবে সচিব ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকায় কিছুটা সুবিধা নিয়ে থাকেন।

শিবপুর ইউনিয়নের এক প্রধান শিক্ষক অভিযোগ করেন, প্রতি ইউনিয়নে সাধারণ বৃত্তির কোটা রয়েছে ৪টি। কিন্তু ইউনিয়নে স্কুল থাকে ১০ থেকে ২০টি। দেখা যায় কেন্দ্র স্কুলে সাধারণ বৃত্তিসহ ট্যালেন্টপুলে সব বৃত্তি পাচ্ছে। বাইরের স্কুলের যোগ্য শিক্ষার্থী থাকলেও এরা বঞ্চিত হয়। এজন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রে যার বৃত্তি তার।

ভোলা পৌর বালিকা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক স্বাতী করাপ্লাইও এমন অভিযোগ করেন। চরনোয়াবাদ সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. ইসমাইল জহির জানান, তিনি গতবার হল সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি অনৈতিক কাজ করতে কাউকে দেননি। ভোলা জেলায় এ বছর ৯১টি কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ২২৯ জন। এর মধ্যে ভোলা সদরে ২০ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে ৮ হাজার ৭৯৪ জন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ছায়েদুজ্জামান জানান, পরীক্ষা নিতে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এবার ভালো পরীক্ষা হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করছেন। কেন্দ্রগুলোতে সার্বিক তদারকির জন্য টিম গঠন করা হয়েছে।